ডিসিশন মেকিং ব্লুপ্রিন্ট

ডিসিশন মেকিং ব্লুপ্রিন্ট

মূল
প্যাট্রিক এডব্লাড
অনুবাদ
ত্বাইরান আবির

আষাঢ়

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২৩

প্রচ্ছদ : সিদ্দিক মামুন

সম্পাদনা : মাকামে মাহমুদ

আষাঢ়, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৯৭৬ ৬২৫ ৯৭০

মুদ্রণ : তানভীর প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০

পরিবেশক : কেন্দ্রবিন্দু

অনলাইন পরিবেশক : রকমারি, ওয়াফিলাইফ, বইফেরী

support@asharh.pub

www.asharh.pub

www.facebook.com/asharhpub

The Decision-Making Blueprint: A Simple Guide to Better Choices in Life and Work by Patrik Edblad, Translated by Tayran Abir, Published by Asharh, Bengali Edition Copyright ©Asharh

ISBN: 978-984-97489-1-8

সূচিপত্র

পরিচিতি..... ৯

সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুপ্ত রহস্য..... ৯

চলুন শুরু করা যাক ১৮

কগনিটিভ বায়াসসমূহ.....১৯

আপনার চিন্তাকে নষ্ট করা মানসিক ভুলত্রুটি.....১৯

১। কনফার্মেশন বায়াস..... ২৪

২। সেল্ফ সার্ভিং বায়াস ২৭

৩। অ্যাভেইলেবিলিটি বায়াস ৩১

৪। সার্ভাইভরশিপ বায়াস..... ৩৪

৫। লস অ্যাভারশন..... ৩৭

৬। স্ট্যাটাস ক্যু বায়াস..... ৪০

৭। অ্যাঙ্করিং বায়াস..... ৪৪

৮। হাইপারবোলিক ডিসকাউন্টিং..... ৪৭

৯। ডানিং ক্রুজার ইফেক্ট..... ৫১

১০। বায়াস ব্লাইন্ড স্পট ৫৩

লজিক্যাল ফ্যালাসি..... ৫৬

আপনার বিচার-বিশ্লেষণকে ভুল পথে নেয়া যৌক্তিক ভুল ... ৫৭

১। হ্যাশটি জেনারালাইজেশন.....৬১

২। মিথ্যা কারণ ৬৪

৩। ফলস ডিলেমা ৬৭

৪। মিডল গ্রাউন্ড ৭০

৫। স্লিপারি স্লপ ৭২

৬। সাঙ্ক কস্ট ফ্যালাসি ৭৫

৭। প্ল্যানিং ফ্যালাসি..... ৭৮

৮। আপিল টু পপুলারিটি ৮২

৯। আপিল টু অথরিটি..... ৮৪

১০। দ্য ফ্যালাসি ফ্যালাসি..... ৮৭

মেন্টাল মডেলসমূহ..... ৯০

১। সিস্টেম ১ ও সিস্টেম ২..... ৯৩

২। ম্যাপ কোনো টেরিটোরি নয়..... ৯৬

৩। ৮০/২০ প্রিন্সিপাল..... ৯৯

৪। দক্ষতার সার্কেল ১০২

৫। অপরচুনিটি কস্ট..... ১০৫

৬। দ্য আইজেনআওয়ার ম্যাট্রিক্স..... ১০৮
৭। ফার্স্ট প্রিন্সিপাল থিংকিং.....১১২
৮। সেকেন্ড লেভেল থিংকিং ১১৫
৯। ইনভারশন.....১১৮
১০। বেইজিয়ান থিংকিং.....১২১
১১। মাল্টিপ্লায়িং বাই জিরো ১২৪
১২। ওকাম'স রেজর ১২৭
১৩। হ্যানলন'স রেজর.....১৩১
১৪। ইনসেন্টিভস..... ১৩৪
১৫। নাজিং..... 137
১৬। কনফরমিটি ১৪০
১৭। ইভোলিউশন বাই ন্যাচারাল সিলেকশন..... ১৪৩
১৮। হোমিওসটাসিস ১৪৭
১৯। ফাইট অর ফ্লাইট..... ১৫০
২০। এনট্রপি ১৫২
২১। মার্জিন অব সেফটি ১৫৫
২২। অ্যান্টিফ্রেজাইলিটি..... ১৫৮

২৩। নিউটনের গতিসূত্র ১৬১

২৪। অ্যালগরিদম ১৬৫

২৫। কম্পাউন্ডিং ১৬৭

সবশেষ কথা.....১৭১

প্রতিদিন আরো একটু প্রজ্ঞাবান হয়ে উঠুন.....১৭১

প্রথম অংশ

পরিচিতি

আপনি রাতারাতি আপনার গন্তব্য পরিবর্তন করতে পারবেন না, তবে গতিবিধি পরিবর্তন করতে পারবেন।

—জিম রন

সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুপ্ত রহস্য

ইতিহাস এবং স্ট্যান্ডার্ড ইকোনমিক থিওরি প্রাচীনকাল থেকেই হোমো ইকোনমিকাস তত্ত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হয়ে আসছে। এই তত্ত্ব অনুসারে ইকোনমিক হিউম্যানরাই ইতিহাস ও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করেছে যুগে যুগে। সময় বয়ে চলেছে। আজও তারা একই কাজ করে। হোমো ইকোনমিকাস তত্ত্বমতে, মানুষ হচ্ছে একধরনের স্বার্থবাদী, বুদ্ধিমান এবং বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা করার ক্ষমতাসম্পন্ন একটি প্রাণী। যেকোনো বিশ্লেষণ করার দ্বারা মানুষ নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে জানে, তাড়নাকে বশীভূত করতে সক্ষম হয়। এই তত্ত্ব ব্যবহার করেই ইকোনমিক হিউম্যানরা সব সময়ই যেকোনো বিষয় বিশ্লেষণ করে, লাভ ক্ষতি হিসেবে করে এবং নিজের পক্ষে লাভজনক সিদ্ধান্ত নেয়। এক্ষেত্রে নিজের সুবিধার ব্যাপারটিকে তারা সব সময়ই প্রাধান্য দেয়। এমন হিসেবনিকেশ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অপরের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। নিজেকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে জীবনের সকল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারটি কখনো কখনো নানান সমস্যার সৃষ্টি করে।

আপনার কি মনে হয় এটিই একমাত্র সমস্যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে? অথবা এই ধরনের ব্যক্তি আমাদের আশেপাশে নেই? অবশ্যই আছে। এমন বহু মানুষের অস্তিত্ব পৃথিবীতে রয়েছে।

হোমো ইকোনমিকাস মডেলের পতন

মানুষকে সব সময়ই সিদ্ধান্ত নেয়। নানা কাজে সিদ্ধান্ত নেওয়া লাগে। নানা বিষয়ে নিজের সিদ্ধান্তকে কাজে লাগাতে হয়। তো চলার পথে মানুষের নানান সিদ্ধান্ত পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, বেশির ভাগ সিদ্ধান্তই ভালো ফলাফল দেয় না। এমনকি অনেকের সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে মানুষকে বহু ঝামেলায় ফেলে থাকে।

এসব নিয়ে সময়ে সময়ে অনেক গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। তবে শুরুটা করেছিলেন মনোবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল কানম্যান এবং আমোস টার্স্কি। তারা দুজন মিলে ১৯৭০ সালেই মানুষের সিদ্ধান্তের সাথে জড়িত মনস্তাত্ত্বিক নানান বিষয় খুঁজে বের করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের মনস্তত্ত্বের সাথে তাদের নিজস্ব কিছু অনুমান ছিল। নিজেদের অনুমানকেও মিলিয়ে নেওয়ার জন্য গবেষণা নেমেছিলেন তারা।

এরপর বছরের পর বছর চলে যায়। তারাও নিজেদের কাজ অব্যাহত রাখেন। এই লম্বা সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে জড়িত বিভিন্ন বিষয়ের একটি সমৃদ্ধ তালিকা তৈরি করতে সক্ষম হন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৯ সালে দুজনের গবেষণার মূল ডকুমেন্টস প্রকাশিত হয়। 'প্রসপেক্ট থিওরি : অ্যান অ্যানালাইসিস অব ডিসিশন আন্ডার রিস্ক' নামের এই গবেষণাপত্রে ইরেশনাল বিহেভিয়ার নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্যের সমাহার রয়েছে।

তাদের গবেষণা প্রকাশিত হওয়ার পরই প্রচুর তর্কবিতর্ক হতে থাকে এটি নিয়ে। বিশেষ করে অর্থনীতিবিদরা এসব নিয়ে বেশ সমালোচনায় লিপ্ত হয়েছিলেন পৃথিবীর প্রতি নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিকে টিকিয়ে রাখার জন্য। কিন্তু কানম্যান ও টার্স্কি নিজেদের জায়গায় অটল